বাংলা একাডেমি পত্রিকা

বাংলা একাডেমি পত্রিকা
সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা ত্রৈমাসিক
৬৪ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা [জানুয়ারি—জুন ২০২০]

বাএপ ৭৯৫ [২০২০ ॥ গসঅবি : ২]

প্রকাশকাল : জুন ২০২০

প্রকাশক
পরিচালক
গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ
বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মুদ্রক
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

অক্ষর বিন্যাস : মো. রফিকুল ইসলাম

মূল্য : একশ টাকা

BANGLA ACADEMY PATRIKA : A QUARTERLY RESEARCH JOURNAL
Year 64 : Vol. 1 & 2 [January–June 2020]
Editor : Habibullah Sirajee, Executive Editor : Mobarak Hossain
Published by Bangla Academy
Dhaka 1000, Bangladesh
Price : Taka 100 Only. US Dollar : Five Only

ISBN : 984-07-5960-4

সূ চি প ত্র

তপন পালিত | বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রভাবনা : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ১

জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ | বাংলা ভাষার মর্যাদা পরিকল্পনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা ১৮

শিল্পী ভদ্র | বঙ্গবন্ধুর জীবন ও মননে পিতার ভূমিকা : *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* ভিত্তিক পর্যালোচনা ৩৭

বিশ্বজিৎ ঘোষ | দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বুদ্ধবাদী জাপান এবং রবীন্দ্রনাথ ৫৩

শৈবাল রায় | রবীন্দ্রনাথের *সীতা* : উনিশ শতকের ভাবনাবৃত্ত ৬৫

মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম | লোকধর্মের আবহে *তিতাস একটি নদীর নাম* ৭৪

মোমেনুর রসুল | সতীনাথ ভাদুড়ীর *অচিন রাগিণী* : প্রসঙ্গ শিল্পশৈলী ৯০

কুদরত-ই-হুদা | 'সে ভাষা ভুলিয়া গেছি' : প্রসঙ্গ জসীমউদ্‌দীনের কবিতা ১০১

তারানা নূপুর | বুদ্ধদেব বসুর মিথাশ্রয়ী কাব্যনাটক *অনাম্নী অঙ্গনা*র নিবিড় পাঠ ১১৯

তারিক মনজুর | মুসলিম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণে সাহিত্যবিশারদের ভূমিকা ১৩৩

লায়লা জামান | বাংলা গদ্যের ইতিহাসে উপেক্ষিতা ১৪৫

নিবেদিতা রায় | বাংলা সাহিত্যে কৈবর্ত জীবন : আত্মপরিচয় ও পেশা ১৫৩

এস এম তানভীর আহমদ | বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টান মিশন ও মিশনারিদের ভূমিকা ১৬৩

মুর্শিদা বিন্‌তে রহমান | স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে চীনপন্থি বামদের ভূমিকা : ১৯৭২-৭৫ ১৯০

শামীম হাসান | গণমাধ্যম ও থিয়েটার ২০৮

মোহাম্মদ তানভীর আহমেদ | বাংলাদেশের স্টুডিও থিয়েটার চর্চা : মূল্যায়ন ২১৭

সেলিম মোজাহার | আরজ আলী মাতুব্বর : উন্নত ব্যক্তিসত্তার নিঃসঙ্গ নমুনা ২৩৫

শৈবাল রায়

রবীন্দ্রনাথের *সীতা* : উনিশ শতকের ভাবনাবৃত্ত

বিশ শতকীয় পর্বে, সীতা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়ে রামায়ণ-এর কিছু চমৎকারী ব্যাখ্যা রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু মানবী চেতনার দিক থেকে উনিশ শতকীয় সীতাকেন্দ্রিক রচনাগুলি সমধিক গুরুত্বের দাবি রাখে। দাম্পত্যজীবনে বাইরের বিরোধের অন্তর্লীন স্তরে দুজন মানুষের একটা একান্ত বোঝাপড়া থাকে, রবীন্দ্রনাথের আগে সেটা আর কেউই এত স্পষ্ট করেননি। চূড়ান্ত পর্যায়ে সীতা যে আত্মহত্যার দ্বারা একটা প্রত্যাখ্যান জ্ঞাপন করলেন, আবার একই সঙ্গে রামকেই পুনরায় স্বামী হিসেবে চাইলেন সেই আপাত স্ববিরোধিতার ব্যাখ্যা করেন রবীন্দ্রনাথ। সীতা বর্জনের মতো ঘটনার পরও কীভাবে রাম সারা দেশে এক উচ্চতম আদর্শরূপে পূজিত হন, সেই রহস্যের সমাধানও দেবার চেষ্টা করেন। সীতাকে খুব সাধারণ মেয়ে হিসেবে আঁকেন তিনি। এই অর্থে সাধারণ যে, সীতার প্রেম-বাৎসল্য কোনোটাই এমনকি প্রান্তিক নারীর কাছেও অপরিচিত ঠেকে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নির্ভুলভাবে ধরেন যে সেই সাধারণত্ব কোনো অসহায়ত্ব নয়, আবার পশ্চিমি নারীবাদী উচ্চকিত পন্থা তো নয়ই। রবীন্দ্রনাথ দেখান সীতা একটা আলাদা মানুষ, গোটা মানুষ, ঐতিহ্যবদ্ধতার মধ্যেই একটা সম্পূর্ণ আলাদা জীবনবোধের দ্বারা চিহ্নিত–চেতনায় তিনি মুক্ত, স্বাধীন।

'প্রশ্ন আর উত্তর, তারপর আবার কোন প্রশ্ন আবার কোন উত্তর, এরই মধ্যে দিয়ে স্তরে স্তরে খুলে যেতে থাকে পথ। অসম্পূর্ণ থেকে সম্পূর্ণের দিকে যাত্রা একজন কবির মনের যথার্থ ইতিহাস।'– শঙ্খ ঘোষ।

রবীন্দ্রনাথের জীবন উনিশ আর বিশ এই দুই শতকে সমভাবে বিভক্ত এবং বলা বাহুল্য সাহিত্য সৃষ্টি বিশ শতকেই সমধিক। আমরা কিন্তু তার সীতাকেন্দ্রিক ভাবনার বিশ্লেষণে উনিশ শতকীয় প্রকাশেই সীমায়িত থাকবো। কখনো অবশ্য চেতনা বিকাশের ক্রমটিকে যথাযথতা দানের প্রচেষ্টায় পরবর্তী রচনাসমূহের সঙ্গে একটা তুলনামূলক আলোচনার অবকাশ দেখা দিতে পারে–তবে মুখ্য অনুসন্ধিৎসা অবশ্যই উনিশ শতকীয় প্রেক্ষাপট জুড়ে। গোড়াতেই তাই আমরা রবীন্দ্রনাথের সেইসব রচনার একটা তালিকা সামনে রেখে দিতে চাই যেগুলোর বিশ্লেষণে আমরা প্রয়াসী হবো। ১. 'কুহুধ্বনি', *মানসী* (১৮৯০) ২. 'পুরস্কার', *সোনারতরী* (১৮৯৪) ৩. 'বনে ও রাজ্যে', *চৈতালী* (১৮৯৬) ৪. 'ভাষা ও ছন্দ', *কাহিনী* (১৮৯৯) ৫. 'অপূর্ব রামায়ণ', *পঞ্চভূত* (১৮৯৭) ৬. 'কাব্যে উপেক্ষিতা', *প্রাচীন সাহিত্য* (১৯০৭) ৭. 'কাব্যের তাৎপর্য', *পঞ্চভূত* (১৮৯৭)।

মানসীর বহু পরিচিত কবিতা 'কুহুধ্বনি'। রৌদ্রতপ্ত গ্রামচিত্র থেকে এই কবিতার যাত্রা শুরু হয়। ছোটো ছোটো চিত্রে ফুটে উঠতে থাকে জীবনের বহমানতা আর সেই সূত্রে কবি হৃদয়ের বিশ্বচরাচরপ্রেম। তারই মাঝে ভেসে ওঠে কুহুরব। তখন সেই স্বর যেন মানব জীবন সংগীতেরই এক সহজ প্রাকৃতিক প্রকাশ চিহ্নিত হয়ে যায়।

কত কোটি কুহুতান মিশায়েছে নিজ প্রাণ
জীবের জীবন ইতিহাসে।

ISSN 1813-0402

গবেষণা পত্রিকা

২৯তম সংখ্যা ■ জুন ২০২০

কলা অনুষদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

A Research Journal
Faculty of Arts
University of Rajshahi

A Research Journal
Faculty of Arts
Rajshahi University

Vol. 29
June 2020

Published by
Professor Dr. Md. Fazlul Haque
Dean, Faculty of Arts
University of Rajshahi
Rajshahi-6205

Cover Design
Rashed Sukhon

Printed by
Uttoran Offset Printing Press
Greater Road, Rajshahi - 6100

Price : Tk. 400.00 $ 6

Contact Address
Chief Editor, A Research Journal (Faculty of Arts)
Deans Complex
Rajshahi University, Rajshahi-6205, Bangladesh

E-mail: dean.arts@ru.ac.bd
www.ru.ac.bd/arts

সূচিপত্র

ড. সৈয়দ তৌফিক জুহরী	সমর সেনের কবিতা : জীবনবোধ	১
শৈবাল রায়	কবি শ্রীমধুসূদনের সীতা	১১
ড. মো. আরিফুর রহমান	৬২'এর সংবিধানবিরোধী আন্দোলন	২৩
ড. মুহা. বিলাল হুসাইন	লাবীদ ইবন রাবী'আর জীবনী ও তাঁর কাব্য প্রতিভা	৩৩
ড. মো. সেতাউর রহমান	অর্থোপার্জনে কবি বাশ্‌শার ইবন বুর্‌দ-এর স্তুতিগাথা	৪৩
ড. মুহা. বারকুল্লাহ্ বিন-দুর	সামাজিক সম্প্রীতি স্থাপনে মাসজিদের ভূমিকা: একটি পর্যালোচনা	৫৭
Dr. A N M Masudur Rahman	Duties of Human Being to Environment and Nature in Islam: An Analysis	৭৩
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান	'উমরার বিধানাবলী: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	৮৩
বজলুর রশীদ	ইসলামী অর্থনীতির স্বরূপ ও প্রকৃতি	১০৩
মো. আশরাফুল ইসলাম	আল-কুরআনে বর্ণিত যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	১২৩
ড. দীনবন্ধু পাল	যন্ত্রসংগীতের নান্দনিকতা ও তবলা সংগতবাদন	১৫৯
মো. ইমরুল আসাদ	শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি : একটি সমীক্ষণ	১৭৩
আশরাফিয়া ইসলাম তোশিবা	জীবনী-নাটক : *আরজ চরিতামৃত*	১৮৩
মুহম্মদ আলমগীর পিএইচডি	গম্ভীরা উৎসবের নাট্যিক পরিবেশনা: ছদ্মবেশী	১৯৫
ড. সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ	কবি হাকিম সানায়ির *হাদিকাতুল হাকিকাহ* : একটি পর্যালোচনা	২২১
ড. মো. শফিউল্লাহ	পারস্য কবি দাকীকী : কাব্য ও শিল্পরূপ	২৩৫
ড. মো. রশিদুল আলম	উর্দু নাটকের উৎপত্তি ও বিকাশ: একটি পর্যালোচনা	২৪৭
ড. মো. মোকাররম হোসেন মন্ডল	আধুনিক উর্দু গদ্যসাহিত্যের বিবিধ শাখা: প্রাথমিক অনুসন্ধান	২৫৯
ড. মো. আতাউর রহমান	ইকবাল সাহিত্যে সূফী মতবাদের প্রভাব : একটি পর্যালোচনা	২৭৩
ড. জয়শ্রী দাষ	মনুসংহিতায় নারীর সম্পত্তির অধিকার : একটি পর্যালোচনা	২৮৯
ড. সেরিনা সুলতানা	মহাভারত ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা	২৯৯
ড. বেবী বিশ্বাস	সংস্কৃত ব্যাকরণে কৃৎ প্রত্যয়: একটি পর্যালোচনা	৩১১
ড. হোসনে আরা আরজু	*মুদ্রারাক্ষস* নাটকে গৌণচরিত্রের ভূমিকা	৩২৫
ড. মোহাম্মদ আলী		

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৯তম সংখ্যা, জুন-২০২০, ISSN 1813-0402

কবি শ্রীমধুসূদনের সীতা

শৈবাল রায়*

Abstract: In view of this article, it is nothing but just a mind set up that Madhusudan had introduced a revolutionary attitude towards Ramayana studies. Rather we believe that at least in case of Sita, he took the same policy like Balmiki, that the character should remain within the comfort zone of AamAadmi as well as reach a new horizon of intellectuality. Here we have to admit that Madhusudan never placed a word on Sita's monologue which could discomfort old mentallited. His Sita had very traditional approaches to Rama. On the other hand It is very significant that Madhusudan made a room for Sita that She could speak Her own. She experienced that nobody, including Her mother, are not interested to save Her. All the so called good parties waited badly to create a rape condition just to fulfil their political ambition. It knocked Sita in deep and She committed an alternative modernity. The Lady realised that Her love to the spouse, Her deepest feelings for all in the world, are not going to be considered by the men of Her own, more over an insecurity over powered, Madhusudan's Sita started to realise that Rama had no more concern with her. The battle is being fought to satisfy egos. She found that the rest was just dark. It was quite possible that the character may conclude in European alienation, specially when the poet promised to maintain the Western structure. But it was Madhusudan's subconscious. His Sita took a very Indian approach. Instead of all the rough She never lost Her deep personalised peace, never blamed anybody, even enemies. She lived for love and had tried to overpowering the evil by love. She had the sense that SATITYA is not just a practice but a life to enjoy. Here we tried to locate the sprite of the lady as directed by Madhusudan- in direct words or through sensibility.

বাংলা সাহিত্যের একটা প্রকাণ্ড মিথ– মধুসূদন মিথ ভাঙার, ভেঙে গড়ার সওদাগর। আর ঠিক এই জায়গাটিতেই বুদ্ধদেব বসুর ছিল প্রবল আপত্তি।

> মেঘনাদবধ কাব্যের পদে-পদে দেখা যায় যে রাম-সীতার লোকশ্রুত মহিমায় কবি অভিভূত, এবং রাবণের দুশ্চরিত্রতার ধারণাও তার মনে বদ্ধমূল, তা-ই যদি না হতো, তাহলে ওই সুদীর্ঘ কাব্যে এই অদ্ভুত রহস্যময় প্রশ্ন উত্থাপিত না হয়েই পারতো না যে রাবণ সীতাকে হরণ করেছিলেন কেন? সম্ভোগের জন্য? কিন্তু সম্ভোগ কোথায় ? সীতাকে লঙ্কায় নিয়ে এসেই রাবণ যে তাকে একাকিনী অশোককাননে রেখে দিলেন, রাবণ চরিত্রের এই মৌল দ্বন্দ্ব কারো চোখেই ধরা পড়েনি, যতদিন না রবীন্দ্রনাথ সন্দীপের মুখ দিয়ে কথাটা বলিয়েছিলেন। ... তিনি (মধুসূদন) সেই চিরাচরিত জনরবকেই মেনে নিয়েছিলেন যে রাবণের সীতাহরণ তার আত্মহত্যার উপলক্ষ এবং উপায় ছাড়া কিছু নয়, মনে-মনে তিনি রামেরই প্রেমিক, রামের হাতে মৃত্যুতেই তার শেষ।[১]

বুদ্ধদেবের আলোচনায় *ঘরে-বাইরের* সন্দীপের কথাটুকু উদ্ধৃত নয়, আমরা প্রসঙ্গত সেটি স্মরণ করে নিতে পারি:

> আমি জানি দু'তিনবার এক-একটা মুহূর্ত এসেছে যখন আমি ছুটে গিয়ে বিমলার হাত চেপে ধরে তাকে আমার বুকের উপর টেনে আনলে সে একটি কথাও বলতে পারত না, কিন্তু সেই মুহূর্তগুলিকে বয়ে যেতে দিয়েছি; নিঃসংকোচ বলের সঙ্গে নিশ্চিতপ্রায়কে এক নিমেষে নিশ্চিত হয়ে উঠতে দিইনি। যে রাবণকে আমি রামায়ণের প্রধান নায়ক বলে শ্রদ্ধা করি সেও এমনি করেই মরেছিল। এই সংকোচটুকু না থাকলে সীতা আপন সতী নাম ঘুচিয়ে রাবণকে পুজো করত!...[২]

---

* পিএইচডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।